

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালাহ

333514 - মহামারী ছড়িয়ে পড়া কথিবা ছড়িয়ে পড়ার আশংকা থাকা অবস্থায় জুমার নামায ও নামাযের জামাতে উপস্থিতি হওয়ার হুকুম

প্রশ্ন

মহামারী ছড়িয়ে পড়া কথিবা ছড়িয়ে পড়ার আশংকা থাকা অবস্থায় জুমার নামায ও জামাতে সাথে নামাযে উপস্থিতি না হওয়ার রুখসত বা অবকাশের হুকুম কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সৌদি আরবের উচ্চ উলামা পরিষদে সদস্যগণ কর্তৃক ইস্যুকৃত সন্ধিধান্ত নং-২৪৬; তারিখ: ১৬/৭/১৪৪১ হিজরী; এর বক্তব্য নম্বরূপ:

সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জাহানে প্রতাপিলক আল্লাহর জন্য। আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষতি হোক আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীবর্গের প্রতি। অতঃপর:

১৬/৭/১৪৪১ তারিখ রোজ বুধবার রিয়াদে অনুষ্ঠিত উচ্চ উলামা পরিষদে চব্বিশতম অসাধারণ সভায় পরিষদের কাছে পেশকৃত 'মহামারী ছড়িয়ে পড়া কথিবা ছড়িয়ে পড়ার আশংকা থাকা অবস্থায় জুমার নামায ও জামাতে সাথে নামাযে উপস্থিতি না হওয়ার রুখসত (অবকাশ)-এর বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়। ইসলামী শরিয়তের দলিলপ্রমাণ, উদ্দেশ্যলক্ষ্য, নীতিমালা ও এ সংক্রান্ত আলমেদরে বক্তব্য সর্বোত্তমভাবে অবগতির পর উচ্চ উলামা পরিষদ নমিনোকৃত ঘোষণা দেয়:

এক: মহামারী রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির জুমার নামায ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জামাতে উপস্থিতি হওয়া হারাম। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّ" "অসুস্থ পশুকে যেনে সুস্থ পশুর মাঝে প্রবেশ করানো না হয়।" [বুখারী (৫৩২৮) ও মুসলিম (৪১১৭)]

তিনি আরও বলেন: "إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا" "তোমরা কোন

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

এলাকায প্লগে রোগের সংবাদ শুনলে সখোনে প্রবশে করো না। আর যদি কোন এলাকায তোমরা অবস্থান করার মধ্যে সখোনে প্লগে রোগে শুরু হয় তবে তোমরা সখোন থেকে বেরে হবে না।"[সহি বুখারী ও সহি মুসলমি]

দুই: বিশেষজ্ঞেরা যার ব্যাপারে সদিধানত নযিছে যে তাকে কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে তার উপর ওয়াজবি হচ্চে— এ সদিধানত মনে চলা, নামাযের জামাতে ও জুমার নামাযে হাজরি না হওয়া। নামাযগুলো নজিরে বাসায় কথিবা তার কোয়ারেন্টাইনের স্থলে আদায় করা। যহেতে আল-শারদি বনি সুওয়াইদ আছ-ছাকাফি (রাঃ) বর্ণনা করছেন যে, তিনি বলেন: "ছাকীফদের প্রতিনিধি দলে কুর্শ রোগে আক্রান্ত এক ব্যক্তি ছিল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে লোক পাঠিয়ে জানালেন যে, নশ্চয় আমি আপনার বাইআত গ্রহণ করছি; অতএব আপনি ফিরে যান।"[সহি মুসলমি]

তনি: যে ব্যক্তি এই আশঙ্কা করছে যে সে নজিরে আক্রান্ত হবে কথিবা অন্যকে আক্রান্ত করবে তার জন্য জুমার নামায ও নামাযের জামাতে হাজরি হওয়ার রুখসত (অবকাশ) রয়েছে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: **لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ** "নজিরে ক্বতগিরসত হওয়া নয় এবং অন্যকে ক্বতগিরসত করা নয়।"[ইবনে মাজাহ] উল্লেখিত অবস্থাগুলোতে যে ব্যক্তি জুমার নামাযে উপস্থিত হবে না, সে জুমার বদলে নজিরে চার রাকাত যোহরের নামায আদায় করবে।

এই ববিত্তি দায়ের সাথে সাথে উচ্চ উলামা পরষিদ সকলকে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যে সকল আদেশে, দকিনরিদশেনা ও নয়িমকানুন জারী করা হয় সেগুলো মনে চলার উপদেশে দিচ্ছে।

আরও উপদেশে দিচ্ছে— আল্লাহকে ভয় করার, দায়ের মাধ্যমে ও আকুত মনিত করার মাধ্যমে তাঁর কাছে ধর্ণা দায়ের; যাত করে তনি এ মহামারী উঠিয়ে নেন। আল্লাহ বলেন:

وَأِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

"আল্লাহ যদি তোমাকে বপিদে ফলে তব তনি ব্যতীত তা থেকে উদ্ধার করার ক্বমতা কারো নই। আর তনি যদি তোমার কল্যাণের ইচ্ছা করেন তবে তাঁর অনুগ্রহ প্রতহিত করার ক্বমতা কারো নই। তাঁর বান্দাদের মধ্যে তনি যাকে ইচ্ছা তাকে কল্যাণ দান করেন। আর তনি অধিক ক্বমাশীল ও পরম দয়ালু।"[সূরা ইউনুস, আয়াত: ১০৭]

তনি আরও বলেন: وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ "আর তোমাদের পালনকর্তা বলেন: তোমরা আমাকে ডাকো; আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দবো।"[সূরা গাফরে; আয়াত: ৬০]

আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রত, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীবর্গের প্রত আল্লাহর

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ
মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

রহমত ও শান্তি বর্ষতি হোক।

সূত্র: <https://www.spa.gov.sa/2047028>

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।